গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বৈদেশিক সহায়তা শাখা

বিষয়ঃ “সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পঃ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক (এন-৪) ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ নজরুল ইসলাম সচিব
সভার তারিখ	০১/০৬/২০২০
সভার সময়	১১.২০ মিনিট
স্থান	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

২. উপস্থাপনাঃ

২.১ সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের সর্বশেষ অবস্থার বিবরণ দিয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো উপ-আঞ্চলিক সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় ও আন্তঃদেশীয় বাণিজ্যিক কার্যক্রম জোরদার করে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নার্থে জয়দেবপুর থেকে চন্দ্রা হয়ে টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ। এ প্রকল্পটি এডিবি, ওএফআইডি, এডিএফডি ও জিওবি’রঅর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সভাকে অবহিত করা হয় যে, জমির দাম বৃদ্ধি জনিত কারণে ২য় দফায় প্রকল্পটি বিশেষ সংশোধনের প্রস্তাব করা হলে উক্ত প্রস্তাবের উপর গত ০৫/০১/২০২০ তারিখে প্রকল্পটির উপর ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিপিইসি সভায় প্রকল্পটির বিশেষ সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও, প্রকল্পটির পুনর্গঠনের জন্য এবং যথার্থভাবে বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু, ২য় দফায় বিশেষ সংশোধন মন্ত্রণালয় না কি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন করা হবে কিংবা কত বার বিশেষ সংশোধন করা যাবে সে বিষয়ে এতদসংক্রান্ত পরিপত্রে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় এবং জমির মূল্য বৃদ্ধির প্রকৃত পরিমাণের বিষয়ে আরো বিস্তারিত পর্যালোচনা প্রয়োজন মনে হওয়ায় প্রকল্পটির উপর পুনরায় ডিপিইসি সভা আহবান করা হয়েছে।

৩.০ আলোচনাঃ

৩.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পের মূল উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবটি ২০১৩ সালের ১৩ এপ্রিল অনুমোদিত হয় । মূল অনুমোদিত ডিপিপি-তে ভূমির পরিমান ছিল ১৮.২১ হেক্টর এবং ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খাতে মোট ১৭২,৪৯.০৯লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল। ভূমির পরিমান ও ব্যয় জনিত কারণে ০৯ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখ প্রকল্পের প্রথম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। প্রথম সংশোধিত ডিপিপিতে ভূমির পরিমাণ ছিল ৩৫.৪৩৩ হেক্টর এবং ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খাতে মোট ৪৪৯,৮৩.৭৬ লক্ষ টাকার

সংস্থান ছিল। ভূমির মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে ভূমির পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খাতে মোট ৭৪৭,৭৮.৪৮ টাকার সংস্থান রেখে ২৭ মার্চ ২০১৬ তারিখ প্রকল্পের ১ম বিশেষ সংশোধন করা হয়। ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে ভূমির পরিমাণ ছিল ৬৯.৯৭ হেক্টর এবং ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খাতে মোট ১২৪৯,৩৩.৮ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল, যাহা ১ম বিশেষ সংশোধিত ডিপিপির তুলনায় ভূমির পরিমাণ ৩৪.৫৪ হেক্টর বেশী এবং ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খাতে ব্যয় প্রাক্কলন ৪৪৩,০০.৪ লক্ষ টাকা বেশি। প্রস্তাবিত ২য় বিশেষ সংশোধিত ডিপিপিতে ভূমির পরিমাণ অপরিবর্তিত রয়েছে। কিন্তু, ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন খাতে ব্যয় প্রাক্কলন দাড়িয়েছে ১৮৭০৫৯.২৩ লক্ষ টাকা, যা ২য় সংশোধিত প্রকল্প অপেক্ষা এ খাতে ৬২১২৫.৩৪ লক্ষ টাকা বেশি।

৩.২ সভায় জানানো হয় যে, সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পের প্রায় ৫০ কিলোমিটার দের্ঘ্যে স্বল্প গতির যানবাহনের জন্য একটি নতুন লেন নির্মাণ এবং ৫ টি স্থানে নতুন ফ্লাইওভার ও ১৩ টি আন্ডারপাস নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়। দ্বিতীয় সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবটি একনেক কর্তৃক ০৮ মে ২০১৮ তারিখ অনুমোদিত হয়। সম্পূর্ণ নতুন একটি লেন নির্মাণ করার প্রয়োজনে প্রকল্পের আওতায় ভূমির পরিমান মোট ৩৪.৫৪ হেক্টর বৃদ্ধি পেয়ে মোট ভূমির পরিমান হয় ৬৯.৯৭ হেক্টর। ২য় সংশোধিত ডিপিপি-তে ভুমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খাতে মোট ১২৪৯,৩৩.৮৯ টাকার সংস্থান ছিল। অনুমোদিত ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে ভূমির মৌজা রেট ২০১৫ সালের রেট অনুসরণ করে প্রাক্কলনপ্রস্তুত করা হয়েছিল।কিন্তু অনুমোদিত ডিপিপি-তে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত ভূমির ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবসমূহের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে ২০২০ সালে।

৩.৩ সভাকে অবহিত করা হয় যে, অনুমোদিত দ্বিতীয় সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা ব্যয় ১২৪৯৩৩.৮৯ লক্ষ টাকা Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 অনুসারে নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন ২০১৭ প্রণীত হয়। ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ অনুসারে ভূমি ক্ষতিপূরণের প্রিমিয়াম ছিল ৫০% এবং ২০১৭ সালের আইনে তা ২০০% করা হয়েছে। অন্যদিকে ২০১৭ সালের আইনেকাঠামোর ক্ষতিপূরণের জন্যপ্রিমিয়াম ৫০% থেকে ১০০% এ উন্নীত হয়েছে।২য় সংশোধিত উন্নয়নপ্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করার সময় স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ গেজেট আকারে প্রকাশিত না হওয়ায় তা অনুসরণ করে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং, ২০১৯ সালে অতিরিক্ত এসএমভিটি লেন নির্মানের জন্য অনুমোদিত ভূমিরমূল্য এবং ক্ষতিপূরণ মূল্য, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ অনুসরণকরে তৈরী করা হলে দেখা যায় যে, ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ ব্যয়ের সংস্থান থেকে বেশী হয়ে যাচ্ছে।

৩.৪ এছাড়াও, দ্রুত নগরায়নের ফলে ভোগড়া মোড় থেকে টাঙ্গাইল পর্যন্ত রাস্তারউভয়পাশে দ্রুত ইন্ডাস্ট্রিজ গড়ে উঠছে। গাজীপুর জেলার কোনাবাড়ি, সফিপুর এবংকালিয়াকৈর এবং টাঙ্গাইল জেলার টাঙ্গাইল সদর, গড়াই এবং মির্জাপুর এলাকা শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, যার ফলে ভোগড়া মোড় থেকে টাঙ্গাইল সড়কের উভয় পাশের জমির মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও গত ২-৩ বছরে উক্ত সড়কের উভয় পাশের জমির মূল্য কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে বর্তমানে অধিগ্রহণকৃত ভূমির মূল্য ২০১৭ সালের প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে

অনেক বেশী।

৩.৫ ভূমির সর্বশেষ বাজার মূল্য, ভূমি হতে অবকাঠামো স্থানান্তর এবং ব্যবসায়িক ক্ষতি বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণমূল্য নির্ধারণ করা হয়। অনুমোদিত ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে ২০১৫ সালের ভূমির বাজারমূল্য, অবকাঠামো স্থানান্তর ব্যয় ২০১৬ সালের গণপূর্ত অধিদপ্তরের রেট সিডিউলবিবেচনা করে ক্ষতিপূরণ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু ২০১৯ সালে শেষ দিকে এসে ভূমির মূল্য এবং ২০১৮ সালের গনপূর্ত অধিদপ্তরেররেট সিডিউল বিবেচনা করে ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ মূল্য প্রাক্কলন করা হলে প্রাক্কলিত মূল্য ২য় সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান থেকে বেশী দেখা যাচ্ছে।

৩.৬ উপরে উল্লিখিত কারণসমুহের জন্য প্রকল্পটির ভূমির পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে ভূমি অধিগ্রহণ ব্যয় বৃদ্ধি করে পুনরায় প্রকল্পের বিশেষ সংশোধনী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বিশেষ সংশোধনী-তে একই অর্থনৈতিক কোডভুক্ত (অর্থনৈতিক কোড ৪১৪১১০১) ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খাতে মোট ৬২১২৫.৩৪ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে যা সর্বশেষ অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবে এই খাতে সংস্থানকৃত অর্থের ৪৯.৭২% বেশি।

৩.৭ সভাকে অবহিত করা হয় যে, উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বশেষ সংস্করন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের পরিপত্র নং-২০.৮০৪.০১৪.০০.০০.০১৪.২০১২ (অংশ-১)/২০৪ তারিখ ১০ অক্টোবর ২০১৬ এ বলা আছে যে, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের পরিবর্তন বা শুল্ক/মূল্য সংযোজন কর/অন্যান্য প্রযোজ্য করের হার/ পরিমাণের পরিবর্তন, জমির মূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে ব্যয় বৃদ্ধি বা সরকার কর্তৃক মহার্ঘ ভাতা প্রদান অথবা নতুন বেতন স্কেল কার্যকর করার ফলে উন্নয়ন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে একই প্রকল্প ছকে (ডিপিপি/আরডিপিপি বা টিএপিপি/আরটিএপিপি ছক যেখানে যা প্রযোজ্য) সংশোধনপূর্বক বর্ধিত ব্যয়ের সংস্থান করা যাবে। ডিপিইসি/ডিএসপিইসি এর সুপারিশক্রমে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এরূপ সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন করবেন। এ ধরনের সংশোধনকে প্রথম বা দ্বিতীয় সংশোধন হিসেবে বিবেচনার পরিবর্তে বিশেষ সংশোধন হিসেবে বিবেচনা করা হবে। জমির মূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে উপরে উল্লিখিত সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত জমির দাম এবং মৌজা ও দাগ নম্বর সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে জমির পরিমাণ পরিবর্তন করা যাবে না। উল্লেখ্য, এ বিশেষ সংশোধনের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত প্রাক্কলিত জমির মূল্যের অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে, এর বেশি বৃদ্ধির প্রয়োজন হলে অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প সংশোধন করতে হবে। কিন্তু, জমির মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিশেষ সংশোধন কয় বার মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করা যাবে সে সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা নেই। এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনইসি-একনেক এর উপপ্রধান জানান যে, যেহেতু বিশেষ সংশোধনের বিষয়টি ডিপিইসি/ডিএসপিইসি এর সুপারিশক্রমে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এরূপ সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদন করবেন মর্মে বলা আছে। কিন্তু, এ ধরণের বিশেষ সংশোধন মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজ এখতিয়ারে কতবার করতে পারবে সে বিষয়ে এ সংক্রান্ত পরিপত্রে কোন উল্লেখ নেই। তবে, বৃহৎ এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে জরুরি ক্ষেত্রে এবং প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয় এমন অবস্থায় শুধু ভূমির মূল্য বৃদ্ধি জনিতকারণে বিশেষ সংশোধন পুনরায় প্রয়োজন হলে সে ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজ এখতিয়ারে বিশেষ সংশোধন অনুমোদন

করতে পারে মর্মে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া, বিশেষ সংশোধনের কারণসমূহও অনিশ্চিত প্যারামিটারের অংশ এবং প্রকল্পের সাধারণ কার্যক্রমের সরাসরি কোন মাধ্যম দ্বারা সৃষ্ট নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে জরুরি প্রয়োজনে বৃহৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন তরান্বিত করার লক্ষ্যে আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ, সাধারন অর্থনীতি বিভাগ, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ এবং অর্থ বিভাগ এর প্রতিনিধিগণও একমত পোষণ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন যে, এ পর্যায়ে প্রকল্পটির ২য় বার বিশেষ সংশোধন জরুরি বিধায় এবং ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, আইএমইডি, জিইডি, কার্যক্রম বিভাগ এবং অর্থ বিভাগের প্রতিনিধিগণ সম্মত বিধায় প্রকল্পের ২য় বিশেষ সংশোধিত প্রস্তাব সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মাধ্যমে অনুমোদন করার বিষয়টি সুপারিশ করা যায়। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের যুগ্ম-প্রধান বলেন যে, ভূমির মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিশেষ সংশোধন একাধিকবার করা যাবে কি-না তা যেহেতু স্পষ্ট নয় তাই ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়ে স্পষ্টকরণের জন্য পরিকল্পনা বিভাগের একনেক ও সমন্বয় উইংএ পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে।

৩.৮ সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রস্তাবিত বিশেষ সংশোধিত (২য়) উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবে ৬২১,৪৪১.২২ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। যেখানে ২য় সংশোধিত অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব ব্যয় ছিল ৫৫৯৩১৫.৮৮ লক্ষ টাকা। সুতরাং, ২য় সংশোধিত অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের চেয়ে প্রস্তাবিত বিশেষ সংশোধিত (২য়) উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব ব্যয় ৬২,১২৫.৩৪ লক্ষ টাকা বেশী, যার শত করা হার ২য় সংশোধিত অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের ১১.১১শতাংশ। এছাড়া অনুমোদিত ২য় সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবে ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খাতে মোট ১২৪৯৩৩.৮৯ লক্ষ টাকার সংস্থান রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খাতে অতিরিক্ত প্রস্তাবিত ৬২১২৫.৩৪ লক্ষ টাকা এইখাতে অনুমোদিত মোট অর্থের ৪৯.৭২%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পরে প্রস্তাবিত বিশেষ সংশোধন দ্রুত অনুমোদন না হলে জমির মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। ভূমি অধিগ্রহণ করা না গেলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হবে। বিশেষ সংশোধনের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত প্রাক্কলিত জমির মূল্যের অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে মর্মে পরিপত্রে উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে এনইসি-একনকে, অর্থবিভাগ, আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধিদের সহমতেরভিত্তিতে আলোচ্য প্রকল্পের প্রস্তাবিত ২য় বিশেষ সংশোধন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

৪. সুপারিশ:

৪. ১ **“সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্পঃ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা সড়ক (এন-৪) ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণ"** শীর্ষক প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জমির মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে ২য় বিশেষ সংশোধন প্রস্তাব ভূমি অধিগ্রহণ অংগের বিপরীতে সর্বশেষ অনুমোদিত ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খাতে অতিরিক্ত প্রস্তাবিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৬২১২৫.৩৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় ৬২১৪৪১.২২ লক্ষ (জিওবি ২৭৯৩৭৮.৩৬ লক্ষ টাকা, পিএ ৩৪২০৬২.৮৬ লক্ষ) টাকা ব্যয়ে ০১ এপ্রিল, ২০১৩ হতে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের জন্য ডিপিইসি সভায় সুপারিশ করা হল।

৪.২ ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করত:নির্ধারিত সময়ে সকল কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪.৩ ভবিষ্যতে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ সংশোধন কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে একই প্রকল্পের জন্য একাধিকবার বিশেষ সংশোধন এর বিষয়টি স্পষ্টকরণের জন্য পরিকল্পনা বিভাগের একনেক ও সমন্বয় উইং এ পত্র দিতে হবে।

৫. আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব

স্মারক নম্বর: ৩৫.০০.০০০০.০৩৩.২৪.০০৪.১৮.৩৯১

তারিখ: ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭
০৭ জুন ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) সচিব, অর্থ বিভাগ
২) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৩) প্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ (প্রধান)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৪) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (সদস্য)-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন
৬) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৭) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৮) যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৯) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
১০) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১১) যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
১৩) উপ প্রধান, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৪) উপসচিব, ডিএফডিপি শাখা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্লানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
১৬) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি ইউনিট (সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

মোঃ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ

সিনিয়র সহকারী প্রধান